ষষ্ঠ ইমাম

পঞ্চম ইমামের পুত্র হযরত জাফর বিন মুহাম্মদ আস্ সাদেক (আ.) ছিলেন ষষ্ঠ ইমাম। তিনি হিজরী ৮৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিজরী ১৪৮ সনে (শীয়া সূত্রে বর্ণিত হাদীস অনুসারে) আব্বাসীয় খলিফা মান্সুরের চক্রান্তে বিষ প্রয়োগের ফলে শাহাদত বরণ করেন।[১] ষষ্ঠ ইমামের ইমামতের যুগে তদানিন্তন ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একের পর এক উমাইয়া শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণঅভ্যুত্থান ঘটছিল। ঐসবের মধ্যে উমাইয়া শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করার লক্ষ্যে 'মুসাওয়াদাহ্' বিদ্রোহের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেননা, ঐ বিদ্রোহের মাধ্যমেই উমাইয়া শাসকগোষ্ঠী সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এছাড়াও ঐসময়ে সংঘটিত বেশকিছু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও উমাইয়া খেলাফতের পতনের কারণ ঘটিয়েছিল। পঞ্চম ইমাম তাঁর দীর্ঘ বিশ বছরের ইমামতের যুগে উমাইয়া খেলাফতের বিশৃংখল ও অরাজক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তিনি জনগণের মাঝে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান ও পবিত্র আহলে বাইতের পবিত্র শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করেন। এভাবে প্রকৃত ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা দেয়া এবং তার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ইমাম হযরত জাফর সাদেক (আ.)-এর জন্যে এক চমৎকার ও উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠ ইমামের ইমামতের যুগটি ছিল উমাইয়া খেলাফতের শেষ ও আব্বাসীয় খেলাফতের শুরুর সন্ধিক্ষণ। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ঐ সুর্বণ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের প্রয়াস পান। ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য বিখ্যাত পন্ডিত ও ইসলামের বিভিন্ন শাখায় বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তাঁর কাছেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। যাদের মধ্যে জনাব যুরারাহ্, মুহাম্মদ বিন মুসলিম, মুমিন তাক, হিশাম বিন হাকাম, আবান বিন তাগলুব, হিশাম বিন সালিম, হারিয, হিশাম কালবী নাসাবাহ্, জাবের বিন হাইয়ান সুফীর (রসায়নবিদ) নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও আহলে সুন্নাতের অসংখ্য বিখ্যাত আলেমগণও তাঁর শিষ্যত্ব বরণের মাধ্যমে ইসলামী পান্ডিত্য অর্জন করেন। যাদের মধ্যে হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান সাওরী, কাযী সাকুনী, কাযী আব্দুল বাখতারী, প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য, যারা ষষ্ঠ ইমামের শিষ্যত্ব বরণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যদের মধ্যে ইতিহাস বিখ্যাত প্রায় ১৪ হাজার মুহাদ্দিস্ (হাদীস বিশারদ) ও ইসলামী পন্ডিতের নাম উল্লেখযাগ্য[২]। হযরত ইমাম বাকের (আ.) ও

---

[১]। 'উসুলে ক্বাফী' ১ম খন্ড, ৪৭২ নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ্' ১১১ নং পৃষ্ঠা। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ২৫৪ নং পৃষ্ঠা। 'তারীখু ইয়াকুবী' ৩য় খন্ড, ১১৯ নং পৃষ্ঠা। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ২১২ নং পৃষ্ঠা। 'তায্কিরাতুল খাওয়াস্' ৩৪৬ নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবু ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড ২৮০ নং পৃষ্ঠা।

[২]। 'কিতাবুল ইরশাদ' (শেইখ মুফিদ) ২৫৪ নং পৃষ্ঠা। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ২০৪ ও নং পৃষ্ঠা। 'মানাকিবু ইবনে শাহরে আশুব' ৪র্থ খন্ড ২৪৭ নং পৃষ্ঠা।

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-এর দ্বারা বর্ণিত হাদীস সমূহের পরিমাণ, মহানবী এবং অন্য দশ ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের চেয়ে অনেক বেশী।

কিন্তু হযরত জাফর সাদেক (আ.) তাঁর ইমামতের শেষ পর্বে এসে আব্বাসীয় খলিফা মানসুরের কু-দৃষ্টির শিকার হন। খলিফা মানসুর তাঁকে সদা কড়া পাহারা, নিয়ন্ত্রণ ও সীমাবদ্ধতার মাঝে বসবাস করতে বাধ্য করেন। আব্বাসীয় খলিফা মানসুর নবীবংশের সাইয়্যেদ বা আলাভীদের উপর অসহ্য নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। তার ঐ নির্যাতনের মাত্রা উমাইয়া খলিফাদের নিষ্ঠুরতা ও বিবেকহীন স্পর্ধাকেও হার মানিয়ে দেয়। খলিফা মানসুরের নির্দেশে নবীবংশের লোকদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরা হত। অন্ধকারাচ্ছান্ন জেলের মধ্যে তাদের উপর সম্পূর্ণ অমানবিকভাবে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের মাধ্যমে তিলেতিলে তাদের হত্যা করা হত। তাদের অনেকের শিরোচ্ছেদও করা হয়েছে। তাদের বহুজনকে আবার জীবন্ত কবর দেয়া হত। তাদের অনেকের দেহের উপর দেয়াল ও অট্টালিকা নির্মাণ করা হত।

খলিফা মানসুর হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.)-কে মদীনা ত্যাগ করে তার কাছে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ জারী করে। অবশ্য হযরত ইমাম জাফর সাদেক (আ.) ইতিপূর্বে একবার আব্বাসীয় খলিফা সাফ্ফাহ্‌র নির্দেশে তার দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এছাড়াও তাঁর পিতার (পঞ্চম ইমাম) সাথে একবার উমাইয়া খলিফা হিশামের দরবারে তাঁকে উপস্থিত হতে হয়েছিল। খলিফা মানসুর বেশ কিছুকাল যাবৎ ষষ্ঠ ইমামকে কড়া পাহারার মাঝে নজরবন্দী করে রাখেন। খলিফা মানসুর বহুবার ইমামকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। সে ইমামকে বহুবারই অপদস্থ করেছিল। অবশেষে সে ইমামকে মদীনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। ইমাম মদীনায় ফিরে যান। ইমাম তাঁর জীবনের বাকী সময়টুকু অত্যন্ত কঠিন 'তাকীয়ার' মাঝে অতিবাহিত করেন। তখন থেকে তিনি স্বেচ্ছায় গণসংযোগবিহীন ঘরকুণো জীবন যাপন করতে শুরু করেন। এরপর এক সময় খলিফা মানসুরের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইমামকে শহীদ করা হয়।[৩]

মানসুর ষষ্ঠ ইমামের শাহাদতের সংবাদ পেয়ে মদীনার প্রশাসককে চিঠি মারফৎ একটি নির্দেশ পাঠালো। ঐ লিখিত নির্দেশে বলা হয়েছে, মদীনার প্রশাসক ষষ্ঠ ইমামের শোকার্ত পরিবারের প্রতি সান্তনা জ্ঞাপনের জন্যে যেন তাঁর বাড়ীতে যায়। অতঃপর সে যেন ইমামের ওসিয়ত নামা' (উইল) তার পরিবারের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তা পড়ে দেখে। ইমামের 'ওসিয়ত নামায়' যাকে তাঁর পরবর্তী ইমাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, তাকে (পরবর্তী ইমাম) যেন তৎক্ষণাৎ সেখানেই শিরোচ্ছেদ করা হয়। এই নির্দেশ জারীর ব্যাপারে মানসুরের মূল উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে ইমামতের বিষয়টি চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়া। কেননা এর ফলে

---

[৩]। 'ফুসুলুল মুহিম্মাহ্' ২১২ ও নং পৃষ্ঠা। 'দালাইলুল ইমামাহ্' ১১১ নং পৃষ্ঠা। 'ইসবাতুল ওয়াসিয়াহ্' ১৪২ নং পৃষ্ঠা।

শীয়াদের প্রাণ প্রদীপ চিরতরে নিভে যাবে। খলিফার নির্দেশ অনুসারে মদীনার প্রশাসক ইমামের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর 'ওসিয়ত নামা' চেয়ে নেয়। কিন্তু তা পড়ার পর সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কারণ, ঐ 'ওসিয়ত নামায়' ইমাম পাঁচ ব্যক্তিকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে মনোনীত ও ঘোষণা করেছেন। ঐ পাঁচ ব্যক্তি হচ্ছেন ঃ স্বয়ং মানসুর, মদীনার প্রশাসক, ইমামের সন্তান আব্দুলাহ্ আফতাহ্, ইমামের ছোট ছেলে মুসা কাযেম এবং হামিদাহ্। এ ধরণের অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে খলিফার সকল ষড়যন্ত্র ধুলিষ্যাৎ হয়ে গেল।[৪]

[৪]। 'উসুলে ক্বাফী' ১ম খন্ড, ৩১০ নং পৃষ্ঠা।